রুমিন ফারহানা বললেন অনির্বাচিত সরকারের কাছে নয়, রাষ্ট্রের কাছে চেয়েছি

চারদিকে তুমুল আলোচনার মুখে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বললেন, ‘আমি রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করেছি। অনির্বাচিত সরকারের কাছে নয়। আমি জানি, তারা আমাকে এক কাঠাও দেবে না। তবু আনুষ্ঠানিকতার জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু আমি এটা জানতাম না, কোনো মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি এভাবে বের হয়।’
একাদশ জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার দুই মাসের মধ্যে সরকারের কাছে ১০ কাঠার একটি প্লট চেয়েছেন বিএনপির ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের কাছে তিনি এ আবেদন করেন। ব্যারিস্টার রুমিনের এ আবেদনের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। এ নিয়ে গত রোববার গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন সরকারের তীব্র সমালোচক ও অবৈধ আখ্যা দেওয়া রুমিন ফারহানা। বিএনপি নেতা-কর্মীদের বড় অংশ এটাকে ইতিবাচকভাবে দেখলেও ক্ষুদ্র একটি অংশ এ নিয়ে সমালোচনাও করছে। সরকারপন্থি কর্মী সমর্থকরা ফেসবুকে এ নিয়ে সমালোচনার পাশাপাশি মুখরোচক নানা কিছু লিখছে। ২০ দলীয় জোটের শরিক দলের নেতাদের কেউ কেউ এ নিয়ে ক্ষুব্ধ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক। বিএনপির মনোনয়নে এবার প্রথমবারের মতো এমপি হয়ে গত ৯ জুন শপথ নেন। আর প্লটের জন্য আবেদন করেন ৩ আগস্ট। আবেদনে রুমিন ফারহানা বলেন, ঢাকার পূর্বাচলে তার ১০ কাঠার একটি প্লট প্রয়োজন। ঢাকায় তার কোনো জমি বা ফ্ল্যাট নেই। ওকালতির বাইরে তার কোনো পেশা বা ব্যবসা নেই। ১০ কাঠার প্লট বরাদ্দ দেওয়া হলে তিনি ‘চিরকৃতজ্ঞ’ থাকবেন বলেও আবেদনে উল্লেখ করেন। আবেদন পাওয়ার কথা স্বীকার করে এ প্রসঙ্গে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম গণমাধ্যমকে বলেন, ‘প্লট চেয়ে সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার একটি আবেদন তিনি পেয়েছেন। আইন অনুযায়ী এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ এ প্রসঙ্গে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘একজন সংসদ সদস্য হিসেবে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা রাষ্ট্রের কাছে প্লট চাইতেই পারেন। রাষ্ট্র তাকে দেবে কি না তা রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত।

এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার কিছু নেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লেখার ব্যক্তি স্বাধীনতা সবারই রয়েছে। এ নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই।’ বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ বলেন, ‘একজন সংসদ সদস্য হিসেবে প্লট চাইতেই পারে রুমিন ফারহানা। তবে আমি হলে চাইতাম না। তাছাড়া যেহেতু আমরা সরকারবিরোধী রাজনীতি করি, তাতে রাষ্ট্রের কাছে চাওয়া চিঠির ভাষা নিয়ে আরেকটু ভাবা উচিত ছিল।’
ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার বক্তব্য : ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা গত রোববার গণমাধ্যমকে বলেন, একজন এমপি রাষ্ট্রীয়ভাবে পাঁচ বছর থাকার জন্য ন্যাম ভবনে একটি ফ্ল্যাট, একটা ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি এবং রাজউকের একটা প্লট পান। আমিও জাতীয় সংসদের একজন এমপি। সে হিসেবে রাষ্ট্রের কাছে উল্লিখিত সুবিধা পাওয়ার অধিকার রাখি। সে অনুযায়ী আমি রাষ্ট্রের কাছে প্লটের জন্য আবেদন করেছি। তবে বর্তমান অনির্বাচিত সরকারের কাছে আবেদন করিনি।
তিনি বলেন, শুধু আমি নই, এই সংসদের আরও এমপিরা আবেদন করেছেন। কিন্তু তাদের নাম তো প্রকাশ করা হয়নি। এটা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আমার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরও প্রকাশ করা হয়েছে। আমার নাম প্রকাশের একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমি জাতীয় সংসদে সরকারের নেতিবাচক কর্মকান্ডে র বিরুদ্ধে জোরালোভাবে বক্তব্য রাখি এবং আমি বিরোধী দলের এমপি।
রুমিন বলেন, আমার নাম যেহেতু প্রকাশ করা হয়েছে তাহলে এমপিদের নামও প্রকাশ করা হোক। নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রের কাছে আমি প্লট চেয়েছি তাতে এত হৈচৈ কেন? আমি এখনো বলব, এই সরকার অনির্বাচিত সরকার।
রুমিন আরও বলেন, সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবার এমপি না হয়েও অবৈধভাবে ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি এনেছেন। আসলে মুহিতকে অবৈধ উপায়ে গাড়ি আনার বিষয়টি ধামাচাপা দিতে আমার বৈধ আবেদন সামনে আনা হয়েছে। অথচ বেশ কিছু দিন আগে আমার ফেসবুক আইডি হ্যাক হলেও নিউমার্কেট থানা পুলিশ আমার সাধারণ ডায়েরি এখন পর্যন্ত নিচ্ছে না।

বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলে ক্ষতিপূরণ ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা

বিমান দুর্ঘটনায় কোনো যাত্রী মারা গেলে তার পরিবার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা পাবে। এ আইনের খসড়া সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন করা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আকাশপথে পরিবহন (মন্ট্রিল কনভেনশন, ১৯৯৯) আইন ২০১৯ খসড়ায় এমনটাই বিধান রাখা হয়েছে।
বৈঠক শেষে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ সব কথা বলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম।
সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, সভায় মোট ছয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে আকাশপথে পরিবহন আইন-২০১৯-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন হয়েছে।
বিমানযাত্রীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য এই আইনটি করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগে দেশে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলে ক্ষতিপূরণের কোনো বিধান ছিল না। ফলে নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় হতাহতদের পরিবার কম ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। এ বিষয়ে আইন থাকলে ক্ষতিপূরণ পেত কয়েক গুণ বেশি। একেকজন কমপক্ষে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা করে পেত। এ ছাড়া এই আইনে মন্ট্রিল কনভেনশন ১৯৯৯ অনুযায়ী কোনো ফ্লাইটে যাত্রী নিহত হলে ক্ষতিপূরণ আদায়ের পাশাপাশি যাত্রী আঘাতপ্রাপ্ত হলে এবং লাগেজ হারিয়ে গেলেও ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। তিনি আরও জানান, আইনটি কোনো উড়োজাহাজ কর্তৃপক্ষ ভঙ্গ করলে সেই কোম্পানির বিরুদ্ধে এই আইনের পৃথক ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে সরকার। সে ক্ষেত্রেও মন্ট্রিল কনভেনশন ১৯৯৯ অনুযায়ী যাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় যাত্রী প্রতি ১ লাখ ৪০ হাজার ডলার করে জরিমানা করা হবে ওই উড়োজাহাজ কোম্পানিকে। এই টাকা আদায় করবে সরকার। পরে তা যাত্রীকে দেয়ার ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে।
এ ছাড়াও ব্যাগ হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করলে সংশ্লিষ্ট উড়োজাহাজ কোম্পানির কাছ থেকে প্রতি কেজির জন্য ৭০ ডলার করে জরিমানা আদায় করবে সরকার।
নতুন এই আইন পাস হওয়ার ফলে বিমানের ভাড়া বাড়বে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, বিমান ভাড়া বাড়বে না। কারণ ক্ষতিপূরণের এই টাকা বিমান কর্তৃপক্ষ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে নেবে।

পবিত্র আশুরা ১০ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশের আকাশে আজ শনিবার ১৪৪১ হিজরি সনের পবিত্র মহররম মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ফলে আগামীকাল রোববার থেকে পবিত্র মহররম মাস গণনা শুরু হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর সারা দেশে পবিত্র আশুরা পালিত হবে।

আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মোকাররমের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভাপতি শেখ মো. আবদুল্লাহ।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব খলিলুর রহমান, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জহির আহমদ, ওয়াক্ফ প্রশাসক শহীদুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ফায়জুল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব কাজী নুরুল ইসলাম, সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার প্রিন্সিপাল আলমগীর রহমান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান শাহ মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপপরিচালক আবদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া সভায় বিশেষজ্ঞ আলেম-ওলামারাও উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় বিভাগের সর্বোচ্চ পঠিত

আ.লীগ সরকারের কাছে প্লট চাইলেন বিএনপি এমপি রুমিন

ফারহানা

বিএনপির সাংসদ রুমিন ফারহানা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের কাছে ১০ কাঠার একটি প্লট চেয়েছেন। রুমিন ফারহানা গত ৯ জুন সাংসদ হিসেবে শপথ নেন। আর প্লটের জন্য আবেদন করেন ৩ আগস্ট। রুমিন ফারহানা বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক। বিএনপির মনোনয়নে এবারই প্রথমবারের মতো সাংসদ হন তিনি। সরকার প্লট দিলে ‘চিরকৃতজ্ঞ’ থাকবেন বলেও উল্লেখ করেছেন বিএনপি থেকে মনোনীত সংরক্ষিত নারী আসনের এই সাংসদ।
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের বরাবর পাঠানো চিঠিতে রুমিন ফারহানা লিখেছেন, আপনার সদয় অবগতির ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকাস্থ পূর্বাচল আবাসিক এলাকায় ১০ (দশ) কাটা প্লট এর প্রয়োজন। ঢাকা শহরে আমার কোনো জায়গা/ফ্ল্যাট, জমি নাই। ওকালতি ছাড়া আমার অন্য কোনো ব্যবসা/পেশা নাই। আমার নামে ১০(দশ) কাঠা প্লট বরাদ্দের জন্য সুব্যবস্থা করে দিতে আপনার মর্জি হয়। এমতাবস্থায় আপনার নিকট আবেদন, আমার নামে ১০(দশ) কাঠা প্লট বরাদ্দ করলে আমি আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকব।
চিঠি প্রাপ্তির বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। তিনি বলেছেন, আইন অনুযায়ী এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, সংসদকে ‘অবৈধ’ বলে আসা এবং বর্তমান সরকারের তীব্র সমালোচক হিসেবে পরিচিত রুমিন ফারহানা সাংসদ হিসেবে শপথ নিয়ে আলোচনার সৃষ্টি করেন। এবার তার প্লট চাওয়া নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন মহলে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

বিদেশ যেতে যেন প্রতারিত না হয় প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদেশে যাওয়ার সময় সাধারণ জনগণ যেন প্রতারিত নাহয় সে জন্য নজরদারি জোরদার করতে সংশ্লিষ্ট